ইস্যু নং- ৯২৯ তাং- ০৭/১০/২০২৫

ষ্ট্যাম্প, কোর্টফি
শুল্ক নগদায়িত

দি সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট- ১৮৬০
(১৮৬০ সালের ২১ নং আইন)

এর

সংঘ স্মারক

(MEMORANDUM OF ASSOCIATION)

ও

গঠনতন্ত্র

(RULES & REGULATION)

সৃজনশীল গাইবান্ধা ফাউন্ডেশন

(Srijonshil Gaibandha Foundation)

Registrar of Joint Stock Companies & Firms
অবিকল নকল বলিয়া
প্রত্যয়ন করা হল।
মোঃ হাবিবুর রহমান
ইন্সপেক্টর
সহকারী/উপ নিবন্ধকের পক্ষে
জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্ম
সমূহের বিভাগীয় দপ্তর, রাজশাহী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

দি সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০
(Act XXI of 1860)

সৃজনশীল গাইবান্ধা ফাউন্ডেশন
(Srijonshil Gaibandha Foundation)
এর

সংঘ স্মারক
(MEMORANDUM OF ASSOCIATION)

ধারা নং ঃ ০১। **সংস্থার নাম** ঃ সৃজনশীল গাইবান্ধা ফাউন্ডেশন।
Srijonshil Gaibandha Foundation.

ধারা নং ঃ ০২। **রেজিস্টার্ড অফিস** ঃ ঠিকানা: গ্রামঃ টেংগরজানী, ডাকঘরঃ তুলসীঘাট, উপজেলাঃ গাইবান্ধা সদর, জেলাঃ গাইবান্ধা। কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে গাইবান্ধা শহরের যে কোন স্থানে সংস্থার কার্যালয় স্থানান্তর করা যাবে।

ধারা নং ঃ ০৩। **কার্যক্রম এলাকা** ঃ সংস্থাটির কার্য এলাকা সমগ্র বাংলাদেশ।

ধারা নং ঃ ০৪। **সংস্থার ধরন** ঃ অরাজনৈতিক, আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত একটি যুব উন্নয়নমূলক স্বেচ্ছাসেবী, অলাভজনক, দাতব্য বেসরকারী ফাউন্ডেশন। নিবন্ধন অধ্যাদেশ মোতাবেক এটি সমাজ উন্নয়নের কাজ করবে। প্রতিষ্ঠানটি সমাজ উন্নয়মূলক ও মানবহিতৈষী কর্মকান্ডের লক্ষ্যে জনগনের সুযোগ সুবিধা বজায় রাখার পাশাপাশি সমাজের পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক, ধর্ম পালন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও মৌলিক চাহিদার মান উন্নয়নের মতো বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করবে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও সম্প্রীতি স্থাপনে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ধারা নং ঃ ০৫। **সংস্থার মনোগ্রাম** : সংস্থার একটি মনোগ্রাম থাকবে।

ধারা নং ঃ ০৬। **মিশন ও ভিশন** ঃ

মিশন ঃ অবক্ষয়, মাদক ও বাল্যবিবাহ মুক্ত একটি স্বনির্ভর, সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠন এবং নারী ও শিশুদের অধিকার ও কল্যাণের প্রচার।

ভিশন ঃ যুব উন্নয়ন, এজডিজি গোল বাস্তবায়ন, পরিবেশ সুরক্ষা এবং নারী ও শিশুদের অধিকারের জন্য সমর্থনের মাধ্যমে, সামাজিক অবস্থাকে টেকসই রূপান্তর করা।

ধারা নং ঃ ০৭। **সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ** ঃ

লক্ষ্য ঃ

যুব উন্নয়ন, এসডিজি গোল বাস্তবায়ন, পরিবেশ ও জলবায়ু রক্ষা, নারী ও শিশু অধিকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল সুখী ও সমৃদ্ধশালী অবক্ষয়মুক্ত, মাদকমুক্ত, বাল্যবিবাহমুক্ত, নারী ও শিশুবান্ধব সমাজ গঠন করা। কর্ম এলাকার সামাজিক অবস্থার কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধনের জন্য স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের মাধ্যমে, আত্মনির্ভরশীল সুখী ও সমৃদ্ধশালী, অবক্ষয়মুক্ত, মাদকমুক্ত, জঙ্গীবাদমুক্ত, বাল্যবিবাহমুক্ত, নারী ও শিশুবান্ধব সমাজ গঠন করা।

উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

১) **শিশু কল্যাণঃ** এলাকার দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, পথ শিশু , শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের অক্ষরজ্ঞান দেয়ার জন্য শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এবং শিশুদের খেলাধুলার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা এবং শিশু নির্যাতন বন্ধ, শিশুদের বাল্য বিবাহ ও মাদক রোধে সভা-সেমিনার ও গনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

অবিকল নকল বলিয়া
প্রত্যয়ন করা হল।
মোঃ হাবিবুর রহমান
ইন্সপেক্টর
সহকারী/উপ নিবন্ধকের পক্ষে
জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস
সমূহের বিভাগীয় দপ্তর, রাজশাহী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

২) **যুব কল্যাণঃ** এলাকার দরিদ্র সম্প্রদায়ভূক্ত যুবকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বেকারত্ব দুর করা।

৩) **নারী কল্যাণঃ** এলাকার দুঃস্থ্য মহিলাদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা এবং কুঠির শিল্প স্থাপন করা। পাশাপাশি যৌতুক প্রথা, নারী নির্যাতন বন্ধে গণ-সচেতনতা গড়ে তোলা। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ও নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ।

৪) **শারীরিক ও মানসিক অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণঃ** প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। বয়স্কদের পূর্নবাসনে বৃদ্ধাশ্রম গড়ে তোলা।

৫) **পরিবার পরিকল্পনাঃ** জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনার কাজ করা এবং নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ করা। পরিবার পরিকল্পনাসহ পরিকলল্পিত পরিবার গঠনে সহায়তা।

৬) সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ হইতে ছাত্র-যুবসমাজকে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে চিত্ত-বিনোদন কর্মসূচী।

৭) নাগরিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে সামাজিক শিক্ষা, বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থা।

৮) **কারামুক্ত কয়েদীদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনঃ** সেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করা।

৯) **কিশোর অপরাধীদের কল্যাণঃ** এলাকায় যে সকল কিশোর অপরাধী আছে তাদের লেখাপড়া ও খেলাধুলার মাধ্যমে মান উন্নয়ন করা।

১০) **ভিক্ষুক ও দুঃস্থ্যদের কল্যাণঃ** ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের এবং পূর্নবাসনের ব্যবস্থা করা। সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করা।

১১) **সামাজিক অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণঃ** চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করা এবং বৃদ্ধদের সেবা যত্ন করা এবং ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা করা।

১২) **সমাজকল্যাণ কার্যে প্রশিক্ষণঃ** যে কোন সেবামূলক কাজে ছাত্র ও যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করা এবং জনগনকে সেবামূলক কাজে সহযোগিতা করা।

১৩) **সমাজকল্যাণ সংস্থা সমূহের সমন্বয় সাধনঃ** নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমূহের সমন্বয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস সমূহে সহায়তা করা।

১৪) খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

১৫) সরকারের উন্নয়ন মূলক সংস্থা সমূহের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করা। গণ-শিক্ষা গ্রহণে বয়স্কদের উদ্ধুদ্ধ করা, উন্নত প্রযুক্তির কৃষি, মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগী পালন, হস্ত ও কুটির শিল্প স্থাপন, হ্যাচারী ও নার্সারী সহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্মন্ধে যুবসমাজের মধ্যে জ্ঞান দানের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে আমন্ত্রন করা এবং সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা। পরিবার পরিকল্পনার মাঠকর্মীদের সাথে সমন্বয় সাধন করে পরিকল্পিত পরিবার গঠনে জনগনকে উদ্ধুদ্ধ করা।

১৬) আধুনিক ও উন্নতমানের প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা এবং স্কুল, কলেজ ও মাদ্রসা গুলোতে শিক্ষার মান উন্নয়নে নিয়মিত মনিটরিং করা।

১৭) স্বাস্থ্য বিষয়ক সকল প্রকার সচেতনতা জোরদার করা, প্রয়োজেন প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা, দাতব্য চিকিৎসালয় ও ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন করা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা বাস্তবায়নের জন্য সেবা প্রতিষ্ঠান, মাতৃ মঙ্গল কেন্দ্র স্থাপন করা, যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার, প্রসুতি মা ও শিশুদের পুষ্টিহীনতা দুরীকরণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী গঠন করা।

১৮) স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষার্থে পল্লী এলাকা ও চরাঞ্চলের জনগনের জন্য স্বল্প ব্যায়ে সৌর বিদ্যুৎ ও বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন, নিরাপদ পানি ও টেকসই স্যানিটেশন পদ্ধতির ব্যবস্থা করা।

১৯) দেশের ও নিজ এলাকার দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, মহামারী, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, সকল প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য সামগ্রী নিয়ে দুঃস্থ্য ও ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে এগিয়ে পাওয়া এবং তহিবল বৃদ্ধি ও সংরক্ষনার্থে দান, ক্রীড়া, লটারী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশ বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্থদের পূনর্বাসনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করা।

Registrar of Joint Stock Companies & Firms
অবিকল নকল বলিয়া প্রত্যয়ন করা হল।
মোঃ হাবিবুর রহমান
ইন্সপেক্টর
সহকারী/উপ নিবন্ধকের পক্ষে
জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস সমূহের বিভাগীয় দপ্তর, রাজশাহী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

২১) গৌরবোজ্জল ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও নীতি আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি এবং এরই সাথে নৈতিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে সু-নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং সচেতনতা সৃষ্টি করা।

২৩) সদস্যদের যৌথ প্রচেষ্ঠায় সম্ভব হলে সদস্যদের জীবন দক্ষতার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, আইটি সেন্টার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করা।

ধারা নং ঃ ০৮ । **আর্থিক ব্যবস্থাপনা ঃ**

৮.১ সাধারণ পরিষদের সদস্য ও নির্বাহী কমিটির সদস্যগণের ভর্তি ফি, মাসিক চাঁদা বা যেকোন চাঁদা গ্রহণ, যেকোন ব্যক্তির নগদ অর্থ, উপকরন বা দ্রব্য হিসাবে দান গ্রহণ, সরকারী-বেসরকারী অনুদান, বৈদেশিক অনুদান, কার্যক্রম ও প্রকল্প এর সেবা মূল্য গ্রহণ, সংস্থার নিজস্ব স্থাবর বা অস্থাবর যেকোন সম্পদ ব্যবহার থেকে আয় বা ভাড়া প্রাপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোন বৈধ পন্থায় প্রাপ্ত সকল আয় দ্বারা সংস্থার তহবিল গঠিত হবে।

৮.২ ফাউন্ডেশনের সকল প্রকার উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড। প্রকল্পের খাতে দক্ষতার উন্নয়ন। ফাউন্ডেশনের পরিচালনা ও বিভিন্ন কর্মসূচী এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট যাবতীয় খরচ নির্বাহ।

৮.৩ বাংলাদেশের যে কোন সিডিউল ব্যাংকের স্থানীয় শাখায় সংস্থার নামে সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব খোলা হবে। উক্ত হিসাবে সংস্থার অর্থ জমা রাখা হবে। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এর যেকোন দুই জন্য ব্যক্তির যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

৮.৪ সংস্থার দৈনন্দিন খরচ মিটানোর জন্য সাধারণ সম্পাদক সর্বোচ্চ ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা হাতে রাখতে পারবেন। ইহার বেশী প্রয়োজন হলে ব্যাংক হতে উত্তোলন করতে হবে। তবে এই অর্থের পরিমাণ ২৫০০.০০(দুই হাজার পাঁচশত) টাকার বেশী হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করে তা উত্তোলন করা যাবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক ব্যয়কৃত অর্থের যথাযথ অনুমোদন করে নিতে হবে।

৮.৫ সংস্থার সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং তা অনুমোদন করে নিতে হবে। আয়-ব্যয়ের হিসাব রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/ সমাজসেবা কর্মকর্তা অথবা সরকার অনুমোদিত অডিট ফার্ম দ্বারা অডিট করে নিতে হবে।

৮.৬ সংস্থার আয়-ব্যয়ের হিসাব অর্থ বছর অনুযায়ী অর্থাৎ ১লা জুলাই হতে ৩০শে জুন পর্যন্ত গণনা করা হবে।

ধারা নং ঃ ০৯ । **সংস্থার বিলুপ্তি ঃ**

যদি কোন সুনির্দিষ্ট কারণে প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তির প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে সাধারণ পরিষদের মোট সদস্যের কমপক্ষে ৩/৫ (তিন-পঞ্চমাংশ) সদস্যের সিদ্ধান্তক্রমে রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে। এরুপ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সকল স্থাপর-অস্থাবর সম্পত্তি বা সম্পদ রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করতে হবে।

ধারা নং ঃ ১০ । **কার্যনির্বাহী কমিটি**

সোসাইটি আইনের ২নং ধারা মোতাবেক নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে প্রথম কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হলো ঃ

ক্র. নং	নাম	পদবী
০১.	মোঃ মেহেদী হাসান	সভাপতি
০২.	মোছাঃ সানজিদা আক্তার	সহ-সভাপতি
০৩.	মোঃ তাওহীদ-উল-ইসলাম সরকার	সাধারণ সম্পাদক
০৪.	মোঃ মেহেদী হাসান	সহ- সাধারণ সম্পাদক
০৫	মোঃ নিশাদ বাবু	কোষাধ্যক্ষ
০৬	মোঃ আসিফ রায়হান	কার্যনির্বাহী সদস্য
০৭	মোল্লা আরিফা রহমান নদী	কার্যনির্বাহী সদস্য

Registrar of Joint Stock Companies & Firms

অবিকল নকল বলিয়া প্রত্যয়ন করা হল।

মোঃ হাবিবুর রহমান
ইন্সপেক্টর
সহকারী/উপ নিবন্ধকের পক্ষে
জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস
সমূহের বিভাগীয় দপ্তর, রাজশাহী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগন যাদের নাম, ঠিকানা ও জাতীয়তা প্রদত্ত হলো তারা একমত হয়ে উপরোক্ত সংঘ স্মারক এর ভিত্তিতে এই ফাউন্ডেশন গঠন করলাম এবং প্রত্যেকের নামের বিপরীতে স্বাক্ষর প্রদান করলাম ঃ

ক্রমিক নং	নাম, জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার, পিতার নাম, মাতার নাম, জন্মতারিখ, বছর, পেশা ও জাতীয়তা	ঠিকানা, মোবাইল নম্বর	প্রতিষ্ঠানে পদবী	স্বাক্ষর	ছবি
০১।	মোঃ মেহেদী হাসান জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার ঃ ৯৫৮২৭৩৪৭২০ পিতা ঃ মোঃ হান্নান মিয়া মাতা ঃ মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস জন্মতারিখ ও বছর ঃ ০৬/০৪/২০০২ ও ২২ বছর পেশাঃ ছাত্র, বাংলাদেশী	গ্রাম: টেংরজানি, ডাকঘর: তুলসীঘাট-৫৭০০, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা। ০১৭৬৭১৪০১১৪	সভাপতি		
০২।	মোছাঃ সানজিদা আক্তার জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার ঃ ১৯৬১০৪২২৪৭ পিতা ঃ আকতারু জামান মাতা ঃ মোছাঃ সাজেদা বেগম জন্মতারিখ ও বছর ঃ ০২/১২/২০০১ ও ২২ বছর পেশাঃ ছাত্রী, বাংলাদেশী	গ্রাম: দক্ষিণ ধানঘড়া, ডাকঘর: গাইবান্ধা সদর-৫৭০০, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা। ০১৭২৪৯৮৭৫১২	সহ-সভাপতি		
০৩।	মোঃ তাওহীদ-উল-ইসলাম সরকার জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার ঃ ৮২৫৩৫৪০১২৭ পিতা ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক মাতা ঃ তাজুলা বেগম জন্মতারিখ ও বছর ঃ ১০/০৯/১৯৯৭ ও ২৬ বছর পেশাঃ ছাত্র, বাংলাদেশী	গ্রাম: তুলসীঘাট, ডাকঘর: তুলসীঘাট-৫৭০০, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা। ০১৭৫৫৪১৩০৪৫	সাধারণ সম্পাদক		
০৪।	মোঃ মেহেদী হাসান জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার ঃ ৫১১০৬৩৪৫৮০ পিতা ঃ মোঃ আব্দুল কাদের মাতা ঃ মৃত লায়লা মঞ্জুয়ারা জন্মতারিখ ও বছর ঃ ১২/০৫/২০০৩ ও ২১ বছর পেশাঃ ছাত্র, বাংলাদেশী	গ্রাম: বারবলদিয়া, সরকারপাড়া, ডাকঘর: খিদির-৫৭০০, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা। ০১৮৩৪৯৬৭৭৬৩	সহ-সাধারণ সম্পাদক		
০৫।	মোঃ নিশাদ বাবু জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার ঃ ২৪১২৪৪৫৬৪১ পিতা ঃ মোঃ আব্দুল বারি মিয়া মাতা ঃ মোছাঃ নুরনাহার বেগম জন্মতারিখ ও বছর ঃ ৩১/১২/২০০১ ও ২২ বছর পেশাঃ ছাত্র, বাংলাদেশী	গ্রাম: নুনিয়াগাড়ী, ডাকঘর: পলাশবাড়ী-৫৭৩০, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা। ০১৭৭০৯৭৬০৭৭	কোষাধ্যক্ষ		
০৬।	মোঃ আসিফ রায়হান জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার ঃ ২৪১০৬৮৭৮৬৩ পিতা ঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম মাতা ঃ মোছাঃ নাছিমা বেগম জন্ম তারিখ ও বছর ঃ ১৮/০১/২০০১ ও ২২ বছর পেশাঃ ছাত্র, বাংলাদেশী	গ্রাম: থানা পাড়া, ডাকঘর: গাইবান্ধা-৫৭০০, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা। ০১৭৪৫-৪৪৩০৫৪	কার্যনির্ববাহী সদস্য		
০৭।	মোল্লা আরিফা রহমান নদী জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার ঃ ৭৮১০৯০২১০১ পিতা ঃ মোল্লা আনিছুর রহমান মাতা ঃ মোকসেদা বেগম জন্ম তারিখ ও বছর ঃ ১৫/৫/২০০১ ও ২২ বছর পেশাঃ ছাত্রী, বাংলাদেশী	গ্রাম: ডেভিড কোম্পানি পাড়া, ডাকঘর: গাইবান্ধা-৫৭০০, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা। ০১৭২৩০৫৪০৬৫	কার্যনির্ববাহী সদস্য		

তারিখ: ২২ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিঃ

Registrar of Joint Stock Companies & Firms

অবিকল নকল বলিয়া প্রত্যয়ন করা হল।

মোঃ হাবিবুর রহমান
ইন্সপেক্টর
সহকারী/উপ নিবন্ধকের পক্ষে
জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস
সমূহের বিভাগীয় দপ্তর, রাজশাহী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

দি সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০

(Act XXI of 1860)

সৃজনশীল গাইবান্ধা ফাউন্ডেশন

(Srijonshil Gaibandha Foundation)

এর

গঠনতন্ত্র

(RULES & REGULATION)

ধারা নং ঃ ০১। **সংস্থার নাম** ঃ সৃজনশীল গাইবান্ধা ফাউন্ডেশন।
Srijonshil Gaibandha Foundation. প্রতিষ্ঠানটি 'সৃজনশীল গাইবান্ধা ফাউন্ডেশন ' নামে পরিচিত হবে।

ধারা নং ঃ ০২। **রেজিস্টার্ড অফিস** ঃ ঠিকানা: গ্রামঃ টেংগরজানী, ডাকঘরঃ তুলসীঘাট, উপজেলাঃ গাইবান্ধা সদর, জেলাঃ গাইবান্ধা। কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে গাইবান্ধা শহরের যে কোন স্থানে সংস্থার কার্যালয় স্থানান্তর করা যাবে।

ধারা নং ঃ ০৩। **কার্যক্রম এলাকা** ঃ সংস্থাটির কার্য এলাকা সমগ্র বাংলাদেশ।

ধারা নং ঃ ০৪। **সংস্থার ধরন** ঃ অরাজনৈতিক, আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত একটি যুব উন্নয়নমূলক স্বেচ্ছাসেবী, অলাভজনক, দাতব্য বেসরকারী ফাউন্ডেশন। নিবন্ধন অধ্যাদেশ মোতাবেক এটি সমাজ উন্নয়নের কাজ করবে। প্রতিষ্ঠানটি সমাজ উন্নয়মূলক ও মানবহিতৈষী কর্মকান্ডের লক্ষ্যে জনগনের সুযোগ সুবিধা বজায় রাখার পাশাপাশি সমাজের পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক, ধর্ম পালন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও মৌলিক চাহিদার মান উন্নয়নের মতো বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করবে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও সম্প্রীতি স্থাপনে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ধারা নং ঃ ০৫। **সংস্থার মনোগ্রাম** ঃ সংস্থার একটি মনোগ্রাম থাকবে।

ধারা নং- ০৬ **সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ঃ**

সদস্য প্রার্থীকে বাংলাদেশের নাগরিক এবং ১৮ (আঠার) বৎসর বয়সের উর্দ্ধে বয়স হতে হবে।
যিনি সংগঠনের মূল্যবোধ, আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহের প্রতি পুর্ণ বিশ্বাস ও আনুগত্য প্রকাশসহ তা বাস্তবায়নের অঙ্গিকারবদ্ধ হবেন এবং গঠনতন্ত্র মেনে চলবেন। সংস্থার স্বার্থ পরিপন্থী কোন কাজ করবেন না।

ধারা নং- ০৭ **সদস্য হওয়ার অযোগ্যতা ঃ**

সংস্থার লক্ষ্য উদ্দেশ্য, গঠনতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। মস্তিস্ক বিকৃত, সমাজবিরোধী ও রাষ্ট্রদ্রোহী কিংবা আদালত কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

ধারা নং- ৮ **সদস্যের শ্রেণী বিন্যাস ঃ**

ফাউন্ডেশনে ৬ (ছয়) ধরনের সদস্য থাকবে :

১) সাধারণ পরিষদের সদস্য, ২) কার্যকরী পরিষদের সদস্য, ৩) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, ৪) দাতা সদস্য, ৫) আজীবন সদস্য, ৬) উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য

১০.১ **সাধারণ সদস্য ঃ** ধারা নং- ৮ এ বর্ণিত ব্যক্তি যিনি সদস্য হতে ইচ্ছুক, সদস্য হওয়ার জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্র পুরণ সাপেক্ষে নির্বাহী কমিটির নিকট জমা দিতে হবে। ভর্তি ফি এবং মাসিক চাঁদা পরিশোধ করবেন। তাহার আবেদন গৃহীত হলে তিনি সাধারণ সদস্য হিসাবে গণ্য

অবিকল নকল বলিয়া প্রত্যয়ন করা হল।
মোঃ হাবিবুর রহমান
ইন্সপেক্টর
সহকারী/উপ নিবন্ধকের পক্ষে
জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস
সমূহের বিভাগীয় দপ্তর, রাজশাহী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

হবেন। সাধারণ সদসস্যের ভোটাধিকার থাকবে এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। সাধারণ সদস্যের ভর্তি ফি ২০০.০০ (দুইশত) টাকা এবং মাসিক চাঁদা ১০০.০০ (একশত) টাকা।

১০.২ **কার্যকরী সদস্য** ঃ সাধারণ সদস্য থেকে যাঁরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নির্বাচিত হবেন তারাই কার্যকরী সদস্য বলে বিবেচিত হবেন।

১০.৩ **প্রতিষ্ঠাতা সদস্য** ঃ অত্র সংস্থা প্রতিষ্ঠায় যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং আবেদন পত্রে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে নাম ও স্বাক্ষর আছে তারাই প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে গণ্য হবে। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের ভর্তি ফি ও নিয়মিত মাসিক চাঁদা প্রদান করতে হবে। তাদের ভোটাধিকার থাকবে এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

১০.৪ **দাতা সদস্য** ঃ ফাউন্ডেশনের নিয়মানুযায়ী যেকোন হৃদয়বান ব্যক্তি, দানশীল ব্যক্তি যিনি প্রতিষ্ঠানকে এককালীন ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অথবা সমমুল্যের সম্পদ অনুদান করবেন, তিনি দাতা সদস্য হিসাবে গন্য হবেন। দাতা সদস্যের ভোটাধিকার থাকবে এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

১০.৫ **আজীবন সদস্য** ঃ যেকোন হৃদয়বান, দানশীল ব্যক্তি যিনি ফাউন্ডেশনের নিয়মানুযায়ী যেকোন হৃদয়বান ব্যক্তি, দানশীল ব্যক্তি যিনি প্রতিষ্ঠানকে এককালীন ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা অথবা সমমুল্যের সম্পদ অনুদান করবেন। তিনি আজীবন সদস্য হিসাবে গন্য হবেন। আজীবন সদস্যকে মাসিক চাঁদা প্রদান করতে হবে না। তবে তিনি যদি স্বেচ্ছায় সংস্থার উন্নয়নে অর্থ বা সম্পদ দান করেন তবে তা ধন্যবাদের সাথে গৃহিত হবে।

১০.৬ **উপদেষ্টা সদস্য** ঃ ফাউন্ডেশনের নিয়মানুযায়ী স্থানীয় বিশিষ্ট/গণ্যমান্য ব্যক্তি এককালীন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অথবা সমমূল্যের সম্পদ অনুদান করবেন, তিনি উপদেষ্টা সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন। সংস্থার পরিচালনার ক্ষেত্রে তাহারা পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিবেন। তবে তিনি যদি স্বেচ্ছায় সংস্থার উন্নয়নে অর্থ বা সম্পদ দান করেন তবে তা ধন্যবাদের সাথে গৃহিত হবে।

ধারা নং- ৯ সদস্য পদ লাভের পদ্ধতি ঃ

সাধারণ সদস্যপদ লাভের জন্য সংস্থার নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদের কমপক্ষে ০২ (দুই) জন সদস্যের সুপারিশ থাকতে হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক আবেদনপত্র গৃহিত হলে ভর্তি ফি ২০০.০০ (দুইশত) টাকা এবং মাসিক চাঁদা ১০০.০০ (একশত) টাকা প্রদান করে সদস্য পদ লাভ করা যাবে। (পরবর্তীতে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সদস্য ভর্তি ফি বাড়ানো যাবে)। তাকে সংস্থার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও গঠণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য থাকতে হবে।

ধারা নং- ১০ সদস্য পদ বাতিলের কারণ ঃ

১২.১ মাসিক চাঁদা পর পর তিন মাস পরিশোধ না করলে।
১২.২ যথোপযুক্ত কারণ/পূর্বানুমতি ব্যতিত পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে।
১২.৩ মস্তিস্ক বিকৃতি, দেউলিয়া কিংবা আদালত কর্তৃক দন্ড প্রাপ্ত হলে।
১২.৪ সমাজ ও রাষ্ট্র বিরোধী কোন কার্যকলাপে জড়িত হলে।
১২.৫ সংস্থার স্বার্থ বা গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কোন কাজ করলে।
১২.৬ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে।

ধারা নং- ১১ সদস্য পদ বাতিলের পদ্ধতি ঃ

কোন সদস্যের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ উপস্থাপিত হলে এবং তা প্রমাণিত হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এবং সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে অভিযুক্ত সদস্যের সদস্য পদ বাতিল হবে।

ধারা নং- ১২ সদস্য পদ পুনঃ বহাল ঃ

ধারা নং- ১১ এর ১ ও ২ উপধারা অনুযায়ী কোন সদস্যের পদ বাতিল হলে তিনি যদি সদস্য পদ ফিরে পাওয়ার জন্য সভাপতি বরাবর আবেদন করেন তবে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সিদ্ধান্তক্রমে সদস্য পদে পুনঃবহাল করা যাবে। এই ক্ষেত্রে তাকে নতুনভাবে ভর্তি ফি ও বকেয়া চাঁদা প্রদান করতে হবে

অবিকল নকল বলিয়া প্রত্যয়ন করা হলো
মোঃ হাবিবুর রহমান
ইন্সপেক্টর
সহকারী/উপ নিবন্ধকের পক্ষে
জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মসমূহের বিভাগীয় দপ্তর, রাজশাহী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

ধারা নং- ১৩ **শুন্য পদ পূরণ ঃ**

কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্যর মৃত্যু, ইস্তফা অথবা বহিস্কারের ফলে পদ শুন্য হইলে উক্ত শুন্যপদ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সাধারন সদস্যর মধ্যে হইতে পূরণ করা হইবে। পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত কার্য পরিচালনার জন্য অনুরুপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

ধারা নং- ১৪ **সাংগঠনিক কাঠামো ঃ**

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সাধারণ পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং উপদেষ্টা পরিষদ সম্বলিত নিম্নবর্ণিত সাংগঠনিক কাঠামো থাকবে:

১৬.১ **সাধারণ পরিষদ ঃ** সংস্থার সাধারণ সদস্যদের সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। এই পরিষদ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি পদাধিকার বলে সাধারন পরিষদের সভাপতি হিসাবে গণ্য হবেন। সাধারণ পরিষদ সংস্থার পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাজেট অনুমোদন, বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন ও কার্যর্বিাহী পরিষদ গঠন করবে। যে কোন সংকট মুহুর্তে এই পরিষদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৬.২ **কার্যনির্বাহী পরিষদঃ** কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারণ পরিষদের সদস্যদের ভোটে গঠিত হবে। এই পরিষদের মাধ্যমে সংস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল ০২ (দুই) বৎসর (২৪ মাস)।

১৬.৩ **উপদেষ্টা পরিষদ ঃ** অত্র ফাউন্ডেশনে ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবে। স্থানীয় বিশিষ্ট/গণ্যমান্য ব্যক্তি উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসাবে মনোনিত হবেন। সংস্থার পরিচালনার ক্ষেত্রে তাহারা পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিবেন।

ধারা নং- ১৫ **সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ**

এই পরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে কার্যকরী পরিষদ গঠন করবে। এই পরিষদ মূলতঃ সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পরিষদ বলিয়া গণ্য হইবে।

১৭.১ এই পরিষদ বার্ষিক অধিবেশন কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত অথবা সুপারিশকৃত সকল বিষয়ে বিবেচনা করবে।

১৮.২ কার্যনির্বাহী পরিষদ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হইলে উপদেষ্টা ও সাধারণ পরিষদে তা প্রেরণ করিতে হইবে এবং এই পরিষদ উপদেষ্টা পরিষদের সহায়তার যে সিদ্ধান্ত নিবে তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হইবে।

১৮.৩ কমপক্ষে সাধারণ পরিষদের ২/৩ অংশ সদস্য কার্যকরী পরিষদের যে কোন সদস্য এর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনিতে পারিবে।

১৮.৪ ফাউন্ডেশনের নীতি ও পরিকল্পনা, বাজেট, আয় ব্যয়ের হিসাব, বার্ষিক রিপোর্ট অনুমোদন এবং গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব পেশ করিতে পারিবে।

১৮.৫ যে কোন সদস্য আয়-ব্যয় এর হিসাব নিকাশ দেখানোর জন্য অনুরোধ করতে পারবে।

১৮.৬ এই পরিষদের সকল সদস্য চাঁদা নিয়মিত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৮.৭ এই পরিষদ বছরে অন্তত্পক্ষে একবার সভা এবং সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচী ও কার্যক্রম পর্যালোচনা করিবে।

ধারা নং- ১৬ **কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ**

১৮.১ এই পরিষদ ফাউন্ডেশনের নীতি নির্ধারণ, প্রশাসন, কর্মসূচীর প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালনার সকল দায়িত্ব পালন করিবে।

১৮.২ সাধারণ পরিষদের গৃহিত সকল সিদ্ধান্ত কার্যনির্বাহী পরিষদ বাস্তবায়ন করিবে।

অবিকল নকল বলিয়া প্রত্যয়ন করা হল
মোঃ হাবিবুর রহমান
ইন্সপেক্টর
সহকারী/উপ নিবন্ধকের পক্ষে
জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস
সমূহের বিভাগীয় দপ্তর, রাজশাহী
বানিজ্য মন্ত্রণালয়

১৮.৩ সাধারণ পরিষদে পেশ করার জন্য সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক উত্থাপিত বাজেট ও অডিট রিপোর্ট অনুমোদন করিবে।

১৮.৪ ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন খরচাদি বাজেট অনুযায়ী হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য রাখিবে।

১৮.৫ কোন পদ শূন্য হলে সাধারণ পরিষদ উক্ত শূন্য পদ পূরণ করিবে।

১৮.৬ প্রকল্পের/কর্মসূচীর যে কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তাকে নিয়োগ থেকে অব্যহতি প্রদান করলে তা কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন নিতে হইবে।

ধারা নং- ১৭ **কার্যনির্বাহী পরিষদের রূপরেখা ঃ** কার্যনির্বাহী পরিষদ ০৭(সাত)সদস্য বিশিষ্ট হবে। সংস্থার নীতি নির্ধারণ, কার্যাবলী তদারকী এবং কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য 'কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা টীম'কে সহযোগিতা করবেন। এই কমিটির মেয়াদ হবে ০২ (দুই) বৎসর। এই পরিষদের রূপরেখা নিম্নরূপ-

০১। সভাপতি	ঃ	০১ (এক) জন
০২। সহ-সভাপতি	ঃ	০১ (এক) জন
০৩। সাধারন সম্পাদক	ঃ	০১ (এক) জন
০৪। সহ-সাধারণ সম্পাদক	ঃ	০১ (এক) জন
০৫। কোষাধ্যক্ষ	ঃ	০১ (এক) জন
০৬। কার্যনির্বাহী সদস্য	ঃ	০২ (দুই) জন
মোট =		**০৭ (সাত) জন**

ধারা নং- ১৮ **কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ**

২০.১ **সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ**

ক) তিনি নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নীতিমালার আলোকে ফাউন্ডেশনের বাজেটসহ সকল কর্মসূচী প্রণয়নপূর্বক নির্বাহী পরিষদ সাধারণ সভায় পেশ করিয়া অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করিবেন।

খ) তিনি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন এবং নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবেন।

গ) তিনি ফাউন্ডেশনের জন্য তহবিল সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ, বর্ধিতকরণ ও পরিচালনাসহ অর্পিত অন্যান্য কর্ম সম্পাদন করিবেন।

ঘ) নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী কমিটির মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের সকল কর্মকর্তা/কর্মী নিয়োগ, অব্যাহতি ও অবসর দেওয়া ও তাহাদের দায়িত্ব কর্তব্য এবং সুযোগ সুবিধা ও বেতন নির্ধারণ করিবেন।

ঙ) তিনি সাধারণ সম্পাদক সহিত পরামর্শক্রমে সাধারণ ও নির্বাহী সভাসহ সকল ধরনের সভা আহবান করিবেন এবং ঐ সকল সভার কার্যবিবরণী নির্দিষ্ট রেজিষ্ট্রারে লিপিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষণ করিবেন।

চ) তিনি ফাউন্ডেশনের পক্ষে সকল প্রকার চুক্তি স্বাক্ষর করিবেন।

ছ) তিনি ফাউন্ডেশনের পক্ষে সকল প্রকার মামলা মোকদ্দমা পরিচালনা ও আত্মপক্ষ সমর্থন করিবেন।

জ) ফাউন্ডেশনের কর্মকান্ড পরিচালনায় যথাসময়ে নির্বাহী পরিষদের মাধ্যমে বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করিবেন।

ঝ) ফাউন্ডেশনের দৈনন্দিন প্রশাসনিক ও আর্থিক কর্মকান্ড সচল ও সাবলীল রাখার প্রয়োজনে অন্যান্য যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করিবেন।

ঞ) তিনি যে কোন ফোরামে সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

ট) তিনি সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

অবিকল নকল বলিয়া প্রত্যয়ন করা হল।
মোঃ হাবিবুর রহমান
ইন্সপেক্টর
সহকারী/উপ নিবন্ধকের পক্ষে
জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্ম সমূহের বিভাগীয় দপ্তর, রাজশাহী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

২০.২ **সহ-সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ**

ক) সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি তার সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) অন্যান্য সময়ে তিনি সভাপতিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

২০.৩ **সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ**

ক) ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে নির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হইবেন এবং ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

খ) সভাপতি এর সাথে পরামর্শক্রমে উভয় পরিষদের সকল প্রকার সভা আহবান করিতে পারবেন এবং সভা আহবানের তারিখ, স্থান ও সময় উল্লিখিত করে আলোচ্য বিষয় ও গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ লিপিবদ্ধ করিবেন।

গ) ফাউন্ডেশনের বার্ষিক হিসাব নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অথবা সরকার অনুমোদিত অডিট ফার্ম দ্বারা হিসাব নিরীক্ষণ (অডিট) করাইবেন এবং বাৎসরিক সাধারণ পরিষদের সভায় ফাউন্ডেশনের কার্যাবলীর প্রতিবেদন, অডিট প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

ঘ) যদি কোন কারণে নির্বাহী পরিষদের বিলুপ্তি সাধন হয় তবে ফাউন্ডেশনের সকল ক্ষমতা অস্থায়ী নির্বাহী পরিষদ গঠন করে ফাউন্ডেশনের সকল কার্য পরিচালনা করিবেন।

ঙ) সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী পরিষদ নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

চ)সাধারণ সম্পাদক ফাউন্ডেশনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মী নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, বরখাস্ত ছুটি প্রদান সহ ফাউন্ডেশনের কর্মী ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী সকল প্রকার চিন্তাভাবনা করিবেন।

ছ) ফাউন্ডেশনের দৈনন্দিন আয়-ব্যয় অনুমোদন করবেন এবং আর্থিক লেন-দেন ও হিসাব তত্ত্বাবধায়ন করিবেন।

জ) ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ও আর্থিক প্রতিবেদন দাতা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করিবেন।

ঝ) ফাউন্ডেশনের আয় বৃদ্ধির জন্য সাধারণ সম্পাদক সচেষ্ট থাকবেন। বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাষিত, বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সাহায্য ফাউন্ডেশনের নিকট হইতে অনুদান/ সাহায্য গ্রহণ করবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য/ অনুদান গ্রহণের জন্য চুক্তি সম্পাদন করিবেন।

ঞ) সাধারণ সম্পাদক ফাউন্ডেশনের পক্ষে যে কোন ধরনের চুক্তিপত্র সম্পাদন, বাতিল বা রদ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবেন।

ট) সাধারণ সম্পাদক ফাউন্ডেশনের থেকে বেতন/ভাতা গ্রহণ করবেন। তিনি নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সভাপতি এর দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন এবং ফাউন্ডেশনের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় বেতন-ভাতা গ্রহন করিবেন। সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী পরিষদ এর নিকট জবাবদিহি করিবেন।

ঠ)ফাউন্ডেশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব তদারকি করিবেন। আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা দেওয়া হচ্ছে কি না সভাপতি এর সাথে যোগাযোগ রক্ষাক্রমে সাথে সাথে ফাউন্ডেশনের ব্যাংক হিসাব জমা করিবেন। তিনি সভাপতি এর ক্ষমতার অধীনে পরিচালিত হইবেন। আয়-ব্যয়ের হিসাব সঠিক ভাবে রক্ষণা-বেক্ষণ নিশ্চিত করিবেন। বার্ষিক অডিট রিপোর্ট, ব্যালেন্সসিট, বাৎসরিক বাজেট প্রণয়নে সহযোগিতা করবেন এবং তা বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য কার্যকরী পরিষদের সভা পেশ করিবেন।

Registrar of Joint Stock Companies & Firms
অবিকল নকল বলিয়া প্রত্যয়ন করা হল।
মোঃ হাবিবুর রহমান
ইনপেক্টর
সহকারী/উপ নিবন্ধকের পক্ষে
জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্ম
সমূহের বিভাগীয় দপ্তর, রাজশাহী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

২০.৪ **সহ-সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ**

ক) সাধারন সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সহ-সাধারণ সম্পাদক তার সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) অন্যান্য সময়ে তিনি সাধারণ সম্পাদককে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

২০.৫ **কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ**

ক) তিনি সংস্থার আয়-ব্যয় এর হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

খ) সংস্থার জন্য চাঁদা আদায় করবেন এবং হিসাব সংরক্ষন করবেন।

গ) আয়-ব্যয় ও বাৎসরিক হিসাব বিবরণী এবং বাজেট প্রস্তুত করবেন। সাধারন সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য তা পেশ করবেন।

ঘ) অডিট কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবেন।

২০.৬ **কার্যনির্বাহী সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ**

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার সিদ্ধান্তগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়নে পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সহায়তা করবেন।

খ) কোন ক্ষেত্রে সাব-কমিটি গঠিত হলে কার্যনির্বাহী সদস্যগণ সাব-কমিটির সদস্য হিসাবে গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন।

গ) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা নং- ১৯ **সভার নিয়মাবলী ঃ**

২১.১ **সাধারণ পরিষদের সভা ঃ**

সাধারণ পরিষদের সভা বৎসরে কমপক্ষে ০৩ (তিন) বার অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সভা আহবান করবেন। সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে নোটিশ প্রদান করতে হবে। জরুরী সভার ক্ষেত্রে ০৭ (সাত) দিন এবং অতি জরুরী সভার ক্ষেত্রে ০৩ (তিন) দিন পূর্বে নোটিশ প্রদান করা যাবে। মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্য উপস্থিত থাকলে সভার কোরাম পূর্ন হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২১.২ **কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ঃ**

কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা প্রতি ০৩ (তিন) মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সভা আহবান করবেন। সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিন পূর্বে নোটিশ প্রদান করতে হবে। জরুরী সভার ক্ষেত্রে ০৩ (তিন) দিন এবং অতি জরুরী সভার ক্ষেত্রে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পুর্বে নোটিশ প্রদান করা যাবে। মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্য উপস্থিত থাকলে সভার কোরাম পূর্ন হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২১.৩ **উপদেষ্টা পরিষদের সভা ঃ**

উপদেষ্টা পরিষদের সভা বৎসরে কমপক্ষে ০২ (দুই) বার অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সভা আহবান করবেন। সংস্থার সভাপতি পদাধিকার বলে উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সাধারণ সম্পাদক সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

Registrar of Joint Stock Companies & Firms
অবিকল নকল বলিয়া প্রত্যয়ন করা হলো।
মোঃ হাবিবুর রহমান
ইন্সপেক্টর
সহকারী/উপ নিবন্ধকের পক্ষে
জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস
সমূহের বিভাগীয় দপ্তর, রাজশাহী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

২১.৪ **তলবী সভা ঃ**

কোন কারণে সভা আহবানের প্রয়োজন হলে মোট সদস্যের কমপক্ষে ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ) সদস্য লিখিতভাবে সাধারণ সম্পাদকের নিকট আবেদন করবেন। আবেদন পাওয়ার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক সভা আহবান করবেন। সাধারণ সম্পাদক সভা আহবানে ব্যর্থ হলে অনুরূপভাবে সভাপতির নিকট আবেদন করতে পারবেন। তিনিও যদি আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সভা আহবানে ব্যর্থ হন তাহলে আবেদনকারী সদস্যরাই এই সভার আয়োজন করবেন। সভায় উপস্থিত ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২১.৫ **মূলতবী সভা ঃ**

কোরামের অভাবে কোন সভা মুলতবী হলে একই আলোচ্য সূচীর উপর ভিত্তি করে পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সভা আহবান করতে হবে। এই সভায় যতজন সদস্য উপস্থিত থাকবেন তাতেই সভা বৈধ বলে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন নাই।

ধারা নং- ২০ **অনাস্থা প্রস্তাব ঃ**

২২.১ কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হলে সাধারণ পরিষদের কমপক্ষে ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ) সদস্য সভাপতি বরাবর আবেদন করবেন। আবেদনপ্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে সাধারণ সভা আহবান করবেন। উক্ত সভায় উপস্থিত ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের সিদ্ধান্ত বৈধ বলে গৃহিত হবে। কার্যকরী পরিষদের কোন সদস্য পদ শূন্য হলে সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে তা পুরণ করা যাবে এবং রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে।

২২.২ কার্যনির্বাহী পরিষদের বিরুদ্ধে কোন অনাস্থা প্রস্তাব আনতে অনুরূপভাবে কমপক্ষে ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ) সদস্য দ্বারা সভাপতির নিকট অভিযোগ সুনির্দিষ্ট লিখিত আকারে জমা দিতে হবে। পরিষদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে কমিটিকে আত্মপক্ষ সমর্থন তথা অভিযোগটির ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ দান করা হবে। অতঃপর অনাস্থা ভোট গ্রহণ করা হবে। সাধারণ পরিষদের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্য অনাস্থা জ্ঞাপন ভোট প্রদান করলে উক্ত কার্যকরী পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে। পরপরই উপস্থিত সদস্যবর্গ পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত সংস্থার কার্যক্রম চালানোর জন্য ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি অন্তবর্তীকালীন কমিটি গঠন করবেন। উক্ত অন্তবর্তীকালীন কমিটি ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতঃ কার্যকরী পরিষদের দায়িত্ব নব নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের নিকট হস্তান্তর করবেন।

ধারা নং- ২১ **পদত্যাগ ঃ**

যদি সাধারণ পরিষদের কোন সদস্য অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন কর্মকর্তা পদ্যতাগ করতে চান তাহলে সংস্থার সভাপতির নিকট পদত্যাগ পত্র দাখিল করতে হবে। সভাপতি পদত্যাগ করতে চাইলে সহ-সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদকের নিকট পদত্যাগ পত্র দাখিল করবেন। পরবর্তী সাধারণ সভায় এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে। কার্যকরী পরিষদের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্য একযোগে পদত্যাগ করলে এই পরিষদ বাতিল বলে গণ্য হবে। এই ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদকে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ধারা নং- ২২ **আর্থিক ব্যবস্থাপনা ঃ**

১০.১ সাধারণ পরিষদের সদস্য ও নির্বাহী কমিটির সদস্যগণের ভর্তি ফি, মাসিক চাঁদা বা যেকোন চাঁদা গ্রহণ, যেকোন ব্যক্তির নগদ অর্থ, উপকরন বা দ্রব্য হিসাবে দান গ্রহণ, সরকারী-বেসরকারী অনুদান, বৈদেশিক অনুদান, কার্যক্রম ও প্রকল্প এর সেবা মূল্য গ্রহণ, সংস্থার নিজস্ব স্থাবর বা অস্থাবর যেকোন সম্পদ ব্যবহার থেকে আয় বা ভাড়া প্রাপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোন বৈধ পন্থায় প্রাপ্ত সকল আয় দ্বারা সংস্থার তহবিল গঠিত হবে।

১০.২ ফাউন্ডেশনের সকল প্রকার উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড। প্রকল্পের খাতে দক্ষতার উন্নয়ন। ফাউন্ডেশনের পরিচালনা ও বিভিন্ন কর্মসূচী এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট যাবতীয় খরচ নির্বাহ।

অবিকল নকল বলিয়া প্রত্যয়ন করা হল।
মোঃ হাবিবুর রহমান
ইন্সপেক্টর
সহকারী/উপ নিবন্ধকের পক্ষে
জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস
সমূহের বিভাগীয় দপ্তর, রাজশাহী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

১০.৩ বাংলাদেশের যে কোন সিডিউল ব্যাংকের স্থানীয় শাখায় সংস্থার নামে সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব খোলা হবে। উক্ত হিসাবে সংস্থার অর্থ জমা রাখা হবে। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এর যেকোন দুই জন্য ব্যক্তির যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

১০.৪ সংস্থার দৈনন্দিন খরচ মিটানোর জন্য সাধারণ সম্পাদক সর্বোচ্চ ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা হাতে রাখতে পারবেন। ইহার বেশী প্রয়োজন হলে ব্যাংক হতে উত্তোলন করতে হবে। তবে এই অর্থের পরিমাণ ২৫০০.০০(দুই হাজার পাঁচশত) টাকার বেশী হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করে তা উত্তোলন করা যাবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক ব্যয়কৃত অর্থের যথাযথ অনুমোদন করে নিতে হবে।

১০.৫ সংস্থার সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং তা অনুমোদন করে নিতে হবে। আয়-ব্যয়ের হিসাব রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/ সমাজসেবা কর্মকর্তা অথবা সরকার অনুমোদিত অডিট ফার্ম দ্বারা অডিট করে নিতে হবে।

১০.৬ সংস্থার আয়-ব্যয়ের হিসাব অর্থ বছর অনুযায়ী অর্থাৎ ১লা জুলাই হতে ৩০শে জুন পর্যন্ত গণনা করা হবে।

ধারা নং- ২৩ **হিসাব নিরীক্ষা ঃ**

সংস্থার সকল আয় ব্যয়ের হিসাব বৎসরান্তে নির্বাহী পরিচালক রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত কর্মকর্তা অথবা সরকার অনুমোদিত অডিট ফার্ম দ্বারা অডিট কার্য সম্পাদন করাবেন। পরীক্ষিত আয় ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব বিবরণী সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন। আয়-ব্যয়ের হিসাব অর্থ বছর অনুযায়ী অর্থাৎ ১ জুলাই হতে ৩০ জুন পর্যন্ত গণনা করতে হবে।

ধারা নং- ২৪ **নির্বাচন পদ্ধতি ঃ**

২৬.১ কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল হবে ০২ (দুই) বৎসর। মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়ার ০১ (এক) মাস পূর্বে একটি সাধারণ সভা আহবান করতে হবে। সভায় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে।

২৬.২ নির্বাচন কমিশনে ০১ (এক) জন মূখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং ০২ (দুই) জন নির্বাচন কমিশনার থাকবেন। নির্বাচন কমিশনারগণ হবেন সংস্থার সাধারণ সদস্য, যারা নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না।

২৬.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদ খসড়া ভোটার তালিকা প্রণয়ন করবে। নিয়মিত চাঁদা প্রদান করেছে এমন সদস্যরাই ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত হবে।

২৬.৪ নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে এবং নির্বাচনী বিধি ও তফশীল ঘোষণা করবেন। নির্বাচনের তারিখ নির্বাচনের কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পুর্বে ঘোষণা করতে হবে।

২৬.৫ যাহারা ভোটার হবেন কেবল মাত্র তাহারাই নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন। একই ব্যক্তি একাধিক পদে প্রার্থী হতে পারবেন না। কোন সদস্যের সদস্য পদে ভর্তির মেয়াদ নির্বাচন সংক্রান্ত সভার তারিখ পর্যন্ত কমপক্ষে ০১ (এক) মাস পূর্ন না হলে সে ভোটার হতে পারবে না এবং ০৬ (ছয়) মাস পূর্ণ না হলে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না।

২৬.৬ প্রত্যেক ভোটার প্রতি পদের জন্য একটি ভোট প্রদান করতে পারবে। ভোট গ্রহণ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। কোন পদে ভোট সংখ্যা যদি সমান হয় সে ক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে ফলাফল ঘোষণা করতে হবে।

২৬.৭ নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্বাচন কমিশন মনোনয়ন পত্রের মূল্য ও জামানতের অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করবে। জামানত অফেরতযোগ্য হবে। নির্বাচন ব্যয় নির্বাহের পর যদি কোন অর্থ থাকে তবে তা সংস্থার ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করতে হবে।

২৬.৮ নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২৬.৯ নির্বাচন শেষে পূর্বতন পরিষদ ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে নব-নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করবে। যদি পূর্বতন পরিষদ ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে দায়িত্ব হস্তান্তর না করে তবে নব-নির্বাচিত পরিষদ অষ্টম দিনে স্বাভাবিকভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

২৬.১০ পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থিত সদস্যগণের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যকরী পরিষদ গঠন করা যেতে পারে।

Registrar of Joint Stock Companies & Firms
অবিকল নকল বলিয়া প্রত্যয়ন করা হল
মোঃ হাবিবুর রহমান
ইন্সপেক্টর
সহকারী/উপ নিবন্ধকের পক্ষে
জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস
সমূহের বিভাগীয় দপ্তর, রাজশাহী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

ধারা নং- ২৫ **গঠনতন্ত্রের সংশোধন ঃ**

গঠনতন্ত্রের কোন ধারা/উপধারা সংশোধনের প্রয়োজন হলে সাধারণ পরিষদের সভায় ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের সিদ্ধান্তক্রমে তা করা যাবে। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গঠনতন্ত্রের সংশোধনী নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকরী করা হবে।

ধারা নং- ২৬ **সংস্থার বিলুপ্তি ঃ**

যদি কোন সুনির্দিষ্ট কারণে প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তির প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে সাধারণ পরিষদের মোট সদস্যের কমপক্ষে ৩/৫ (তিন-পঞ্চমাংশ) সদস্যের সিদ্ধান্তক্রমে রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সকল স্থাপর-অস্থাবর সম্পত্তি বা সম্পদ রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করতে হবে।

১৮/০৬/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে 'সৃজনশীল গাইবান্ধা ফাউন্ডেশন' এর গঠনতন্ত্র অনুমোদিত।

Registrar of Joint Stock Companies & Firms
অবিকল নকল বলিয়া
প্রত্যয়ন করা হল।
মোঃ হাবিবুর রহমান
ইন্সপেক্টর
সহকারী/উপ নিবন্ধকের পক্ষে
জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্ম
সমূহের বিভাগীয় দপ্তর, রাজশাহী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

আমরা কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ এ-ই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, দাখিলকৃত গঠনতন্ত্র মূল গঠনতন্ত্রে অবিকল নকল বলিয়া প্রত্যায়ন করিলাম।

ক্রমিক নং	নাম, জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার, পিতার নাম, মাতার নাম, জন্মতারিখ, বছর, পেশা ও জাতীয়তা	ঠিকানা, মোবাইল নম্বর	প্রতিষ্ঠানে পদবী	স্বাক্ষর	ছবি
০১।	মোঃ মেহেদী হাসান জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার ঃ ৯৫৮২৭৩৪৭২০ পিতা ঃ মোঃ হান্নান মিয়া মাতা ঃ মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস জন্মতারিখ ও বছর ঃ ০৬/০৪/২০০২ ও ২২ বছর পেশাঃ ছাত্র, বাংলাদেশী	গ্রাম: টেংরজানি, ডাকঘর: তুলসীঘাট-৫৭০০, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা। ০১৭৬৭১৪০১১৪	সভাপতি		
০২।	মোছাঃ সানজিদা আক্তার জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার ঃ ১৯৬১০৪২২৪৭ পিতা ঃ আকতারু জামান মাতা ঃ মোছাঃ সাজেদা বেগম জন্মতারিখ ও বছর ঃ ০২/১২/২০০১ ও ২২ বছর পেশাঃ ছাত্রী, বাংলাদেশী	গ্রাম: দক্ষিণ ধানঘড়া, ডাকঘর: গাইবান্ধা সদর-৫৭০০, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা। ০১৭২৪৯৮৭৫১২	সহ-সভাপতি		
০৩।	মোঃ তাওহীদ-উল-ইসলাম সরকার জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার ঃ ৮২৫৩৫৪০১২৭ পিতা ঃ মোঃ মোজাম্মেল হক মাতা ঃ তাজুলা বেগম জন্মতারিখ ও বছর ঃ ১০/০৯/১৯৯৭ ও ২৬ বছর পেশাঃ ছাত্র, বাংলাদেশী	গ্রাম: তুলসীঘাট, ডাকঘর: তুলসীঘাট-৫৭০০, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা। ০১৭৫৫৪১৩০৪৫	সাধারণ সম্পাদক		
০৪।	মোঃ মেহেদী হাসান জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার ঃ ৫১১০৬৩৪৫৮০ পিতা ঃ মোঃ আব্দুল কাদের মাতা ঃ মৃত লায়লা মঞ্জুয়ারা জন্মতারিখ ও বছর ঃ ১২/০৫/২০০৩ ও ২১ বছর পেশাঃ ছাত্র, বাংলাদেশী	গ্রাম: বারবলদিয়া, সরকারপাড়া, ডাকঘর: খিদির-৫৭০০, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা। ০১৮৩৪৯৬৭৭৬৩	সহ-সাধারণ সম্পাদক		
০৫।	মোঃ নিশাদ বাবু জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার ঃ ২৪১২৪৪৫৬৪১ পিতা ঃ মোঃ আব্দুল বারি মিয়া মাতা ঃ মোছাঃ নুরনাহার বেগম জন্মতারিখ ও বছর ঃ ৩১/১২/২০০১ ও ২২ বছর পেশাঃ ছাত্র, বাংলাদেশী	গ্রাম: নুনিয়াগাড়ী, ডাকঘর: পলাশবাড়ী-৫৭৩০, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা। ০১৭৭০৯৭৬০৭৭	কোষাধ্যক্ষ		
০৬।	মোঃ আসিফ রায়হান জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার ঃ ২৪১০৬৮৭৮৬৩ পিতা ঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম মাতা ঃ মোছাঃ নাছিমা বেগম জন্ম তারিখ ও বছর ঃ ১৮/০১/২০০১ ও ২২ বছর পেশাঃ ছাত্র, বাংলাদেশী	গ্রাম: থানা পাড়া, ডাকঘর: গাইবান্ধা-৫৭০০, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা। ০১৭৪৫-৪৪৩০৫৪	কার্যনির্ববাহী সদস্য		
০৭।	মোল্লা আরিফা রহমান নদী জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার ঃ ৭৮১০৯০২১০১ পিতা ঃ মোল্লা আনিছুর রহমান মাতা ঃ মোকসেদা বেগম জন্ম তারিখ ও বছর ঃ ১৫/৫/২০০১ ও ২২ বছর পেশাঃ ছাত্রী, বাংলাদেশী	গ্রাম: ডেভিড কোম্পানি পাড়া, ডাকঘর: গাইবান্ধা-৫৭০০, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা। ০১৭২৩০৫৪০৬৫	কার্যনির্ববাহী সদস্য		

তারিখ: ১৮ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ

স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর,

নাম ও ঠিকানা:

Registrar of Joint Stock Companies & Firms

অবিকল নকল বলিয়া প্রত্যয়ন করা হল।

মোঃ হাবিবুর রহমান
ইন্সপেক্টর
সহকারী/উপ নিবন্ধকের পক্ষে
জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্ম
সমূহের বিভাগীয় দপ্তর, রাজশাহী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়